সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

২২-২৬ এপ্রিল
বিশেষ ক্রোড়পত্র

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা চাই
শিক্ষা ছাড়া বিকল্প নাই।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ

ডিজাইন ও অঙ্গসজ্জা ঃ রংধনু এ্যাডভার্টাইজার্স

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৯ বৈশাখ ১৪০৯
২২ এপ্রিল ২০০২

বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

শিক্ষা মানুষের অধিকার। দেশের সকল শিশুকে সমভাবে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা আমাদের সবার দায়িত্ব। সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। ইতোমধ্যে সাক্ষরতার হার শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষার এ হারকে আরও বাড়াবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমি এ শিক্ষা সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৯ বৈশাখ ১৪০৯
২২ এপ্রিল ২০০২

বাণী

বাংলাদেশে এবারই প্রথমবারের মত 'সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। তাই শিক্ষার আলো সকল মানুষের কাছে সমানভাবে পৌছানো অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ রাজনৈতিক অঙ্গীকারও রয়েছে।

এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করে এগিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং এর গুণগত মান উন্নয়নেও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিস্তৃত করে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দেশের বিপুল সংখ্যক স্কুল গমনোপযোগী শিশু শুধুমাত্র দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসা এবং ধরে রাখার জন্য বর্তমান সরকার ব্যাপক হারে উপবৃত্তি প্রদানের জন্য বড় ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতা অর্জন এবং নব্য সাক্ষরকে প্রশিক্ষিত ও প্রদীপ্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে মানসম্মত শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষাকে সত্যিকারভাবে সার্বজনীন করে তোলার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে একে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। এর জন্য দল-মত নির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। আসুন, আমরা সকলে আন্তরিকভাবে 'সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ' কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করি।

আমি সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহের সফলতা কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খালেদা জিয়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে দেশব্যাপী 'সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ' পালিত হতে যাচ্ছে। এ সপ্তাহ পালনের মাধ্যমে সকলকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কর্মসূচি ও জনগণের করণীয় সম্পর্কে জানানোর সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ সপ্তাহ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও তার গুণগতমান উন্নয়নে এবং পাশাপাশি সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনে গতি সঞ্চার হবে বলে আশা রাখি।

শিক্ষা মানুষের জীবনমান তথা দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। সরকার শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ যাতে সবাই সমানভাবে লাভ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্যও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি দেশব্যাপী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের ৬টি জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান কর্মধারা অব্যাহত থাকলে খুব অল্প সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করা যাবে বলে আমরা আশাবাদী। অন্যদিকে নব্য সাক্ষরদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়া দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ নারী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আমি সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহের সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার। সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য মৌলিক শিক্ষার ব্যাপারে সকল দেশেরই অনেক করণীয় রয়ে গেছে। ১৯৯০ সালে জমতিয়েন ঘোষণার মাধ্যমে সবার জন্য শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারে পরিণত করা হয়। শিক্ষার অগ্রগতি অর্জনের জন্য ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা ফোরামের সম্মেলনে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার ব্যাপারে অধিকতর গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা। শিক্ষার সুযোগ সকলের কাছে সমানভাবে লভ্য নয়। অন্যান্য বহু উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশও নানা সমস্যার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার শিকার। সরকারের সকল কর্মসূচিতে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং নব্য-সাক্ষরদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্জিত শিক্ষা ধরে রাখার উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী শিক্ষায় অগ্রগতির জন্যও বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার দেশের দরিদ্র, অনগ্রসর পরিবারের শিশু-কিশোর ও বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি দেশব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে। দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন ধারায় আরো কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচি।

এ প্রেক্ষাপটে ডাকার সম্মেলনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যকে ধরে রাখা প্রয়োজন। তার পাশাপাশি ভবিষ্যতে লক্ষ্যমাত্রাসমূহ পূরণে আরো অগ্রগতি অর্জন করার ব্যাপারেও আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে। প্রথম বারের মত ইউনেস্কোর আহবানে সাড়া দিয়ে আমরাও অন্যান্য দেশের মত সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ পালন করতে যাচ্ছি। আমি সবার জন্য শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা (ডাঃ) তাহমিনা হোসেন

সবার জন্য শিক্ষা : অঙ্গীকার পালনে অগ্রযাত্রা

শিক্ষা লাভের সুযোগ বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের কেবলমাত্র মৌলিক চাহিদাই নহে, ইহা একটি সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানে (দ্বিতীয় অংশ, ১৭ ধারা) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সরকার একটি গণমুখী সার্বজনীন সমরূপ শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করবে এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এ শিক্ষা সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে এবং সমাজের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টি করবে। তাছাড়া, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করবে।

বাংলাদেশ সরকার এই সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ব্যবস্থাপনাধীনে আনায়ন করা হয়েছে (১৯৭৩/১৯৭৪), সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন করা হয়েছে (১৯৮১), প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে (১৯৯০) এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ মানসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (১৯৯২)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন একজন মাননীয় উপদেষ্টার তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা করে। ১৯৯০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের বিধান তদারকীর জন্য একটি নতুন সংগঠন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (১৯৯০) এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (১৯৯৫)।

সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। শিক্ষা নীতির অন্যান্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে : দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, উৎপাদন সহায়ক ও সৃজনধর্মী করে তোলা; শিক্ষাকে ব্যাপক ভিত্তিক করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া এবং শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা; বৈষম্যহীন সমাজ সৃষ্টির লক্ষ্যে মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা, শিক্ষায় জাতি ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে নারী-পুরুষ বৈষম্য (Gender bias) দূর করা ইত্যাদি।

শিক্ষা নীতি ২০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কৌশল এবং কর্মসূচির দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন : ৫+ বছর, বয়স্ক শিশুদের জন্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের নির্দেশনা দান করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬+ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ৬ বৎসর, ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ বৎসর এবং ২০১০ সালের মধ্যে ৮ বৎসর করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের বয়স বর্তমান ৬-১০ বৎসর হতে ক্রমান্বয়ে ২০১০ সালের মধ্যে ৬-১৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

সাংবিধানিক তাগিদে বৈষম্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে সমগ্র দেশে প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারার সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিন্ডার গার্টেন, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়/শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে যে বৈষম্য বিরাজমান তার অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য মাতৃ ভাষার মাধ্যমে একই মান ও বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়োজনে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে সাক্ষর করে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও শিক্ষা বিষয়কে ভিত্তি করে গণশিক্ষার দুটি ধারা থাকবে : বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলীর চেতনায় উদ্দীপ্ত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন করে তোলা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার পরিপূরক ব্যবস্থা। এর মাধ্যমে যে সকল শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না বা ঝরে পড়ে যায় তারা মৌলিক শিক্ষা লাভ করবে এবং কিছু ব্যবহারিক শিক্ষাও পাবে যা তারা প্রয়োজনে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপণকারী শিশু ও কিশোর আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন উপযুক্ত শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স ৮-১০ বৎসর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বৎসর তাঁরা বর্তমান পর্যায়ে অগ্রাধিকার পাবেন (সূত্র : জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০০০, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০০)।

স্বাধীনতার প্রথম লগ্ন থেকেই সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করে আসছে। সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে (জমতিয়েন, থাইল্যান্ড, ৫-৯ মার্চ ১৯৯০) দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক ঘোষণায় বাংলাদেশও একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ দেশ। ঐ ঘোষণায় অঙ্গীভূত 'মৌলিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচির কাঠামো' অনুসরণে বাংলাদেশ ১৯৯১-২০০০ সময় মেয়াদের 'সবার জন্য শিক্ষার জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' গ্রহণ করে। মৌলিক শিক্ষার ছয় মাত্রা বিশিষ্ট সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য ছিল : (১) স্বল্প বয়সী (৩-৫ বছর) শিশুদের যত্ন এবং উন্নয়ন ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা; (২) ২০০০ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষা সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ; (৩) শিখন পদ্ধতির বিকাশ সাধন; (৪) বয়স্কদের বিশেষ করে মহিলা ও পুরুষের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নিরক্ষরতার হার হ্রাসকরণ; (৫) মৌলিক শিক্ষার হার সম্প্রসারণ এবং যুব ও বয়স্কদের প্রশিক্ষণ ও অপরাপর অপরিহার্য নৈপুণ্য অর্জনে কর্মসূচি গ্রহণ এবং (৬) সকল প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে সকল ব্যক্তি ও পরিবারকে জীবনযাপনের উপযোগী জ্ঞান নৈপুণ্য ও মূল্যবোধ শিক্ষা দান।

উনিশ পাতায় দেখুন